প্রথম আলো

19 AUG 2026

গ্যাস-বিদ্যুৎ এখন রপ্তানি খাতের প্রধান সমস্যা

এইচএসবিসির আলাপচারিতা

অভিমত দেন প্রাণ-আরএফএলের সিইও আহসান খান চৌধুরী, উলকাসেমির সিইও এনায়েতুর রহমান ও উর্মি গ্রুপের সিইও আসিফ আশরাফ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় তিন রপ্তানিকারক মনে করেন, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো এখন রপ্তানি খাতের প্রধান সমস্যা। এসব চ্যালেঞ্জের সমাধান করা গেলে রপ্তানি বাড়বে। একই সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করতে হবে এবং শিক্ষাপদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ মেধাবী ও পরিশ্রমী। যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা ভালো করেন।

দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিন রপ্তানিকারক এমন অভিমত দেন। তাঁরা হলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী, উলকাসেমির সিইও ও প্রেসিডেন্ট এনায়েতুর রহমান ও উর্মি গ্রুপের পরিচালক ও সিইও আসিফ আশরাফ। তাঁরা রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মো. মাহবুব উর রহমান।

অনুষ্ঠানে দেশের রপ্তানি খাতে অবদানের স্বীকৃতি দিতে দশমবারের মতো 'এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-২০২৬' প্রদানের ঘোষণা দেয় এইচএসবিসি বাংলাদেশ। আলোচ্য তিন রপ্তানিকারক যথাক্রমে আহসান খান চৌধুরী, এনায়েতুর রহমান ও আসিফ আশরাফ ইতিপূর্বে এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও।

উলকাসেমির সিইও ও প্রেসিডেন্ট এনায়েতুর রহমান বলেন, 'আমি বুয়েট থেকে পড়াশোনা করে সিলিকন ভ্যালিতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, চিপের প্রয়োজনীয়তা অসীম। প্রতিটি প্রযুক্তিতে চিপের প্রয়োজন হচ্ছে। ২০০৭ সালে দেশে ফিরে চার প্রকৌশলীকে নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। এখন আমাদের কোম্পানিতে ৬০০ প্রকৌশলী কাজ করছেন। আমেরিকার ১০০ কোম্পানি আমাদের গ্রাহক। অ্যাপলের ফোনের চিপের কাজ আমাদের ৪০ প্রকৌশলী করেন।'

রপ্তানি সম্ভাবনা নিয়ে এনায়েতুর রহমান আরও বলেন, 'বিশ্বজুড়ে চিপের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এখানে আমাদের অংশীদারত্ব বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করতে হবে।'

চ্যালেঞ্জ নিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ ভালো ও পরিশ্রমী। তাঁরা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু অবকাঠামো সমস্যার সমাধান না হলে রপ্তানি এগোবে না।'

উর্মি গ্রুপের পরিচালক ও সিইও আসিফ আশরাফ বলেন, 'ভবিষ্যতে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে রপ্তানি বাড়ানো আমাদের লক্ষ্য। জ্বালানি এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। এর দ্রুত সমাধান করতে হবে। এ ছাড়া সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের জন্য।'

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

পূর্বাঞ্চলকে ঘিরে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। দ. এশিয়ার দেশগুলোর সম্মিলিত অর্থনীতি বড় হলেও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য তুলনামূলক কম উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সংযোগ বাড়ানো গেলে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের বাণিজ্যকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।

বৈঠকে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের ভিসা জটিলতা নিয়েও আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে নিয়মিত যাতায়াতকারীদের জন্য কয়েক মাস পরপর নতুন ভিসার আবেদন বাস্তবসম্মত নয়। দীর্ঘমেয়াদি ভিসা ব্যবস্থার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সিআইআই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অবকাঠামো ও উচ্চপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে দুটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে একটি অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) উন্নয়নে এবং অন্যটি সেমিকন্ডাক্টর, গ্রিন হাইড্রোজেন, ব্যাটারি স্টোরেজ ও ডাটা সেন্টারের মতো ভবিষ্যৎমুখী শিল্পে সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবে।

সিআইআই জানায়, ভারতে গত বছর অবকাঠামো খাতে প্রায় ২৫ লাখ কোটি রুপি বিনিয়োগ হয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে বেসরকারি খাত থেকে। ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশেও দেশি-বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আকর্ষণের সুযোগ রয়েছে বলে মত দেন তারা।

বৈঠকে স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পের সক্ষমতা কাজে লাগানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বলেন, অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা

ইনসেক্টিসাইড, ফ্র্যাগ্রেন্সসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে একটি অত্যাধুনিক সমন্বিত কারখানা স্থাপনের আগ্রহের কথা জানানো হয়। একই সঙ্গে অনিবন্ধিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়।

শিল্পে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে শুল্ক কাঠামো সমন্বয়ের আহ্বানও জানানো হয়। সিআইআই প্রতিনিধিরা জানান, তাদের স্টিম-সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক ও খাদ্য শিল্পে ১০-৩৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় সম্ভব। তবে শুল্ক বৈষম্যের কারণে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের তরুণদের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ এবং বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের তৃতীয় দেশে কাজের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা নিরসনে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে সিআইআই।

বৈঠকের পর বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহনে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছে। বিশেষ করে বেনাপোলে কার্গো হ্যান্ডলিং আরও দক্ষ করা এবং সীমান্তে পণ্য চলাচল সহজ হলে তাদের পরিবহন ও কাঁচামালের ব্যয় কমবে। এতে দুই দেশের বাণিজ্যও বাড়বে।

সিআইআই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এফবিসিসিআইর বৈঠক: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে যৌথভাবে কাজ করতে দুটি বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) টাস্কফোর্স গঠনের জন্য দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে (এফবিসিসিআই) প্রস্তাব দিয়েছে সিআইআই। অবকাঠামো এবং নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প—এই দুই খাতকে টাস্কফোর্স দুটির আওতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে এফবিসিসিআইর মতিঝিল কার্যালয়ে আয়োজিত এক

বিভিন্ন সম্ভাবনাময় সেক্টর' নিয়ে কাজ হবে।

আরও জানানো হয়, টাস্কফোর্স দুটির বৈঠক প্রতি প্রান্তিকে বাংলাদেশ ও ভারতে পালাক্রমে আয়োজনের পরিকল্পনারও প্রস্তাবে রয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ব্রিফিংয়ে এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. ফজলুল হক বলেন, সিআইআই প্রতিনিধিদল যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করা যাবে। উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বিদ্যমান অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের বিষয়েও আমাদের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিষয়কে পাশে সরিয়ে রেখে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা কীভাবে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে এগিয়ে নেব—সেটিই আমাদের উভয়পক্ষের মূল লক্ষ্য।

ব্রিফিংয়ের আগের বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী এবং এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করতে উভয়পক্ষের ব্যবসায়ী ও অংশীজনকে নিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান, মীর নাসির হোসেন, মো. জসিম উদ্দিন, ডিসিসিআইর সভাপতি তাসকিন আহমেদ, ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল প্রমুখ।

দ্রব্যমূল্যে সন্তুষ্ট নন বাণিজ্যমন্ত্রী: দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পর বাজার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় ও

সিইও এনায়েতুর রহমান ও উর্মি গ্রুপের সিইও আসিফ আশরাফ।

সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় তিন রপ্তানিকারক মনে করেন, গ্যাস-বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো এখন রপ্তানি খাতের প্রধান সমস্যা। এসব চ্যালেঞ্জের সমাধান করা গেলে রপ্তানি বাড়বে। একই সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করতে হবে এবং শিক্ষাপদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ মেধাবী ও পরিশ্রমী। যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে তাঁরা ভালো করেন।

দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিন রপ্তানিকারক এমন অভিমত দেন। তাঁরা হলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী, উলকাসেমির সিইও ও প্রেসিডেন্ট এনায়েতুর রহমান ও উর্মি গ্রুপের পরিচালক ও সিইও আসিফ আশরাফ। তাঁরা রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মো. মাহবুব উর রহমান।

অনুষ্ঠানে দেশের রপ্তানি খাতে অবদানের স্বীকৃতি দিতে দশমবারের মতো 'এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-২০২৬' প্রদানের ঘোষণা

উলকাসেমির সিইও ও প্রেসিডেন্ট এনায়েতুর রহমান বলেন, 'আমি বুয়েট থেকে পড়াশোনা করে সিলিকন ভ্যালিতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, চিপের প্রয়োজনীয়তা অসীম। প্রতিটি প্রযুক্তিতে চিপের প্রয়োজন হচ্ছে। ২০০৭ সালে দেশে ফিরে চার প্রকৌশলীকে নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। এখন আমাদের কোম্পানিতে ৬০০ প্রকৌশলী কাজ করছেন। আমেরিকার ১০০ কোম্পানি আমাদের গ্রাহক। অ্যাপলের ফোনের চিপের কাজ আমাদের ৪০ প্রকৌশলী করেন।'

রপ্তানি সম্ভাবনা নিয়ে এনায়েতুর রহমান আরও বলেন, 'বিশ্বজুড়ে চিপের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এখানে আমাদের অংশীদারত্ব বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কাজ করতে হবে।'

চ্যালেঞ্জ নিয়ে আহসান খান চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ ভালো ও পরিশ্রমী। তাঁরা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু অবকাঠামো সমস্যার সমাধান না হলে রপ্তানি এগোবে না।'

উর্মি গ্রুপের পরিচালক ও সিইও আসিফ আশরাফ বলেন, 'ভবিষ্যতে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে রপ্তানি বাড়ানো আমাদের লক্ষ্য। জ্বালানি এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। এর দ্রুত সমাধান করতে হবে। এ ছাড়া সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের জন্য।'

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

পূর্বাঞ্চলকে ঘিরে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। দ. এশিয়ার দেশগুলোর সম্মিলিত অর্থনীতি বড় হলেও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য তুলনামূলক কম উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সংযোগ বাড়ানো গেলে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের বাণিজ্যকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে।

বৈঠকে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের ভিসা জটিলতা নিয়েও আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে নিয়মিত যাতায়াতকারীদের জন্য কয়েক মাস পরপর নতুন ভিসার আবেদন বাস্তবসম্মত নয়। দীর্ঘমেয়াদি ভিসা ব্যবস্থার বিষয়ে-দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সিআইআই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অবকাঠামো ও উচ্চপ্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে দুটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে একটি অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) উন্নয়নে এবং অন্যটি সেমিকন্ডাক্টর, গ্রিন হাইড্রোজেন, ব্যাটারি স্টোরেজ ও ডাটা সেন্টারের মতো ভবিষ্যৎমুখী শিল্পে সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করবে।

সিআইআই জানায়, ভারতে গত বছর অবকাঠামো খাতে প্রায় ২৫ লাখ কোটি রুপি বিনিয়োগ হয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে বেসরকারি খাত থেকে। ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশেও দেশি-বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ আকর্ষণের সুযোগ রয়েছে বলে মত দেন তারা।

বৈঠকে স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পের সক্ষমতা কাজে লাগানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বলেন, অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে। স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো গেলে আমদানিনির্ভরতা কমবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বাড়বে।

এনার্জিপ্যাকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের উদাহরণ দিয়ে এক প্রতিনিধি বলেন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক পণ্য আমদানি করতে হয়। স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আনতে ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। স্থানীয় শিল্প পুনরুজ্জীবিত হলে এ সমস্যা অনেকাংশে কমবে।

এফএমসিজি খাতেও বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সিআইআই। ঢাকার আশপাশে সাবান, হোম কেয়ার ইনসেক্টিসাইড, ফ্র্যাগ্রেন্সসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে একটি অত্যাধুনিক সমন্বিত কারখানা স্থাপনের আগ্রহের কথা জানানো হয়। একই সঙ্গে অনিবন্ধিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়।

শিল্পে জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে শুল্ক কাঠামো সমন্বয়ের আহ্বানও জানানো হয়। সিআইআই প্রতিনিধিরা জানান, তাদের স্টিম-সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক ও খাদ্য শিল্পে ১০-৩৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় সম্ভব। তবে শুল্ক বৈষম্যের কারণে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের তরুণদের ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ এবং বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের তৃতীয় দেশে কাজের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা নিরসনে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে সিআইআই।

বৈঠকের পর বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহনে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছে। বিশেষ করে বেনাপোলে কার্গো হ্যান্ডলিং আরও দক্ষ করা এবং সীমান্তে পণ্য চলাচল সহজ হলে তাদের পরিবহন ও কাঁচামালের ব্যয় কমবে। এতে দুই দেশের বাণিজ্যও বাড়বে।

সিআইআই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এফবিসিসিআইর বৈঠক: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে যৌথভাবে কাজ করতে দুটি বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) টাস্কফোর্স গঠনের জন্য দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে (এফবিসিসিআই) প্রস্তাব দিয়েছে সিআইআই। অবকাঠামো এবং নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প—এই দুই খাতকে টাস্কফোর্স দুটির আওতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে এফবিসিসিআইর মতিঝিল কার্যালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে এ প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশে সফররত সিআইআইর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল। পরে বৈঠক শেষে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানানো হয়।

ব্রিফিংয়ে চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি জানান, অবকাঠামো টাস্কফোর্সের মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। প্রতি প্রান্তিকে বাংলাদেশ ও ভারতে পালাক্রমে বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আর দ্বিতীয় টাস্কফোর্সে সেমিকন্ডাক্টর, নিউক্লিয়ার পাওয়ার, হাইড্রোজেন-অ্যামোনিয়া, গ্রিন এনার্জি, ব্যাটারি স্টোরেজ, ডাটা সেন্টার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও সৌরশক্তিসহ বিভিন্ন শিল্পনির্ভর সেক্টর' নিয়ে কাজ হবে।

আরও জানানো হয়, টাস্কফোর্স দুটির বৈঠক প্রতি প্রান্তিকে বাংলাদেশ ও ভারতে পালাক্রমে আয়োজনের পরিকল্পনারও প্রস্তাবে রয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

ব্রিফিংয়ে এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো ফজলুল হক বলেন, সিআইআই প্রতিনিধিদল যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করা যাবে। উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বিদ্যমান অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের বিষয়েও আমাদের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিষয়কে পাশে সরিয়ে রেখে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা কীভাবে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে এগিয়ে নেব—সেটিই আমাদের উভয়পক্ষের মূল লক্ষ্য।

ব্রিফিংয়ের আগের বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী এবং এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করতে উভয়পক্ষের ব্যবসায়ী ও অংশীজনকে নিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান, মীর নাসির হোসেন, মো. জসিম উদ্দিন, ডিসিসিআইর সভাপতি তাসকিন আহমেদ, ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল প্রমুখ।

দ্রব্যমূল্যে সন্তুষ্ট নন বাণিজ্যমন্ত্রী: দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পর বাজার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় ও দ্রব্যমূল্যে তিনি সন্তুষ্ট নন। তবে দাম কমানো শুধু বাজার তদারকির বিষয় নয়। এর সঙ্গে জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য, ঋণের সুদ, উৎপাদনশীলতা, পরিবহন ও অবকাঠামোর মতো বিষয় জড়িত।

দ্রব্যমূল্য কমানোর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ফল আশা না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জ্বালানি সক্ষমতা তৈরিতে সময় লাগে। নতুন এলএনজি অবকাঠামো, গ্যাস সরবরাহ এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।

ঢাকা।

of Section-II, Clause-C (Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank) of

সমকাল
19 AUG 2026

যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এফবিসিসিআইর সঙ্গে বৈঠক

ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েন কাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেছেন, দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে স্বাভাবিক বাণিজ্য পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, ভিসা সহজ করা এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে ভারতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের অবকাঠামো ও উচ্চ প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে দুটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেয়। দুপুরে সিআইআই প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সঙ্গে এক আলোচনায় একই প্রস্তাব দিয়েছেন। বিকেলে তারা অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক, বিদ্যমান সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সিআইআইয়ের মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি।

বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দুই দেশের ব্যবসায়ীদের নিয়ে দুটি বিজনেস টু বিজনেস টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। একটি ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা নিয়ে কাজ করবে। অন্যটি বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ভারতীয় বিনিয়োগ কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কাজ করবে।

বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আয়তন, জনসংখ্যা ও অর্থনীতির আকারে পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশ ও ভারতের ভৌগোলিক বাস্তবতা পারস্পরিক সহযোগিতার বড় সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ঘিরে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের বাণিজ্যকে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বৈঠকে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের ভিসা জটিলতা নিয়েও আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে নিয়মিত যাতায়াতকারীদের জন্য কয়েক মাস পরপর নতুন ভিসার আবেদন করা বাস্তবসম্মত নয়। দীর্ঘমেয়াদি ভিসা ব্যবস্থার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পুরোপুরি আলাদা করে দেখা যায় না। তবে দুই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ যত বেশি বাড়বে, উভয় দেশই তত বেশি লাভবান হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহনে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছে। বিশেষ করে বেনাপোলে কার্গো হ্যান্ডলিং আরও দক্ষ করা এবং সীমান্তে পণ্য চলাচল সহজ হলে তাদের পরিবহন ও কাঁচামালের ব্যয় কমবে। এতে দুই দেশের বাণিজ্যও বাড়বে।

বৈঠকে এফএমসিজি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে সিআইআই। ঢাকার আশপাশে সাবান, হোম কেয়ার ইনসেক্টিসাইড, সুগন্ধিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে একটি অত্যাধুনিক সমন্বিত কারখানা স্থাপনের আগ্রহের কথা জানানো হয়। একই সঙ্গে অনিবন্ধিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। সিআইআই প্রতিনিধিরা বলেন, তাদের স্টিম-সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক ও খাদ্য শিল্পে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্যাস সাশ্রয় সম্ভব।

এফবিসিসিআইর সঙ্গে বৈঠক

এফবিসিসিআইয়ে বৈঠকে শেষে সংবাদ সম্মেলনে সিআইআই মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি বলেন, ভারতের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের মাধ্যমে বেসরকারি মূলধন, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাংলাদেশেও বড় বড় সেতু, রেলপথ, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মেট্রোরেলের মতো অনেক বড় প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাই একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে, যেখানে ভারত ও বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়নে একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারবে।

তিনি বলেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উদীয়মান শিল্প হিসেবে পারমাণবিক শক্তি ও সেমিকন্ডাক্টর, হাইড্রোজেন, গ্রিন এনার্জি এবং ব্যাটারি স্টোরেজ, হাইস্পিড ডেটা সেন্টার ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সোলার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বায়োটেকনোলজি– এই আট খাতে গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারত বর্তমানে প্রযুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে অনেক জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং বড় বিনিয়োগ করছে। এ ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স গঠন হলে এর মাধ্যমে দুই দেশ আলোচনা করতে পারে, কীভাবে প্রযুক্তিগত বাধা পেরিয়ে এবং বিশ্ববাজার থেকে প্রযুক্তি সংগ্রহ করে যৌথভাবে উন্নতি করা যায়।

এফবিসিসিআইর প্রশাসক ফজলুল হক বলেন, এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সহযোগিতার রূপরেখা নির্ধারণ করা। সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক আলোচনা করা। অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা এবং নতুন উদীয়মান খাতে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি মীর নাসির ও জসিম উদ্দিন, বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

19 AUG 2026

দেশে মাছের চাহিদা মিটিয়ে এবার রপ্তানিতে জোর

■ সমকাল প্রতিবেদক

শেষ হলো জাতীয় মৎস্য পক্ষ

দেশের মৎস্য খাত বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সক্ষমতা অর্জন করেছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এখন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার মৎস্য অধিদপ্তরে আয়োজিত 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০২৬'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, দেশের মানুষের মাছের চাহিদা পূরণে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখন উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। এর মাধ্যমে মৎস্য খাত দেশের অর্থনীতিতে আরও বড় অবদান রাখতে পারবে।

মৎস্য খাতের উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে এ খাতের উন্নয়নে কয়েকটি প্রকল্প নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে প্রান্তিক অর্থনীতিতে মৎস্য অধিদপ্তর আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাষ্ট্র যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা বা কাজে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজের যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, মৎস্যচাষি ও সাধারণ মানুষ সরকারি সেবা নিতে এসে যেন কোনো হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. খালেদ কনক বলেন, জাতীয় মৎস্য পক্ষের কেন্দ্রীয় আয়োজন ঢাকার বাইরে সর্বশেষ ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর এবার কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে কেন্দ্রীয়ভাবে এ আয়োজন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের মৎস্যচাষি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার ফলে এবারের আয়োজনে মৎস্য খাতের সঙ্গে সম্পৃক্তদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

19 AUG 2026

Meeting India's CII: Muktadir hopeful of trade progress soon

FBCCI flags non-tariff barriers facing Bangladesh's exporters in India

STAR BUSINESS REPORT

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir is hopeful of positive progress on trade restrictions between Bangladesh and India within the next few months, he said yesterday after meeting a delegation from the Confederation of Indian Industry (CII).

Discussions are needed to restore bilateral trade to its previous normal state, he said.

The meeting with CII, India's largest industry association with around 9,700 direct members, took place at the commerce ministry in Dhaka. The visiting 14-member delegation was led by CII Director General Chandrajit Banerjee, who also sits on the board of the government-run investment promotion body Invest India.

Apart from Muktadir, the Indian delegation also held meetings with the high-ups of Bangladesh's apex trade body The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) and proposed to form two taskforces to increase bilateral trade and investment by removing the trade barriers.

Bilateral trade relations between Bangladesh and India have deteriorated since last year, with both sides taking a series of reciprocal trade measures.

In April 2025, Bangladesh restricted imports of Indian yarn through several land ports, while India withdrew its transshipment facility for Bangladeshi goods destined for third countries. India then barred Bangladeshi RMG imports through land ports in May and, in June, further restricted imports of Bangladeshi jute, yarn and woven fabrics through the land border.

CII PROPOSES TWO TASKFORCES

Speaking with the commerce minister, the CII delegation proposed two joint taskforces to increase cooperation in Bangladesh's infrastructure and high-technology sectors, according to a ministry press statement.

As per the proposal, one taskforce will work to promote private investment and public-private partnerships in infrastructure, and the other to expand cooperation in sectors including semiconductors, green hydrogen, battery storage and data centres.

READ MORE ON B3

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

19 AUG 2026

BKMEA praises six-month reforms, urges action on key challenges

FE REPORT

The Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) has praised the government's initiatives during its first six months to ease business operations and revive the economy, while calling for urgent action to address persistent energy shortages, banking sector weaknesses and law-and-order concerns.

In a statement, BKMEA President Mohammad Hatem said six months was not sufficient to fully assess the overall performance of a government.

He, however, praised the administration for taking several proactive steps to support the private sector.

Highlighting policy support, Mr Hatem welcomed Bangladesh Bank's refinancing packages aimed at reopening sick, partially closed or shut-down factories.

He also lauded the government's decision to allow non-bonded and partial exporters to import raw materials duty-free against bank guarantees, alongside tax policy reforms aimed at creating an investment-friendly environment.

Identifying severe gas and electricity shortages as the primary obstacles facing industries, the BKMEA leader acknowledged that these issues could not be resolved overnight.

He commended immediate steps taken by the government, including spot-market LNG imports and direct consultations with business leaders on short- and long-term solutions.

He expressed hope that the government's plan to establish another FSRU would help resolve the gas crisis within this timeframe.

He also noted a slight deterioration in the overall law-and-order situation during the period.

Munni_fe@yahoo.com

The Business Standard

19 AUG 2026

Lithuania can be gateway for Bangladeshi products to EU: Envoy

TRADE – BANGLADESH

BSS

Lithuania could serve as a gateway for Bangladeshi products and services to the wider European Union (EU) market, Lithuanian non-resident Ambassador to Bangladesh Diana Mickeviciene said yesterday.

She made the remarks during a meeting with State Minister for Foreign Affairs Shama Obaed Islam at the Ministry of Foreign Affairs.

Mentioning Lithuania's upcoming EU presidency in June-July 2027, the ambassador said her country could facilitate access to the wider EU market for certain Bangladeshi products requiring registration, including pharmaceuticals, as well as services.

During the meeting, Shama stressed the need for strengthening Bangladesh-Lithuania bilateral relations.

She urged Lithuania to import more Bangladeshi products, including readymade garments, textiles, pharmaceuticals, biodegradable jute and jute products, leather goods, agro-products, furniture, plastic goods and ships.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো